সংবাদ

তারিখ 08 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় উপাচার্যরা

বিএনপি-জামায়াত সরকারের পাঁচ বছরের শাসনামলে দেশের যেসব প্রতিষ্ঠান নগ্ন দলীয়করণের শিকার হয়েছিল, জরুরি অবস্থা জারির পর নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণে সবাই অভিনন্দন জানিয়েছে। তবে কাজটা শুরু হয়েছে মাত্র। দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারি প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করার কাজে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিএনপি-জামায়াতের প্রভাবমুক্ত করার দাবি উঠেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের চলমান সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করলে দেশের উচ্চ শিক্ষা ও শিক্ষার্থীরা লাভবান হবে।

গত সরকারের আমলে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই বিএনপি-জামায়াতের দলীয় বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ পেয়েছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনকে দলীয়করণের মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াত সমর্থকদের নিয়োগ-পদোন্নতির ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছিল। শিক্ষক নিয়োগকে ঢালাওভাবে ম্যানিপুলেট করে এসব উপাচার্য নিজেদের দল ভারি করে বসে আছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বাণিজ্য বিএনপি-জামায়াত সরকারেরও কলঙ্ক হয়ে থাকবে। তবে দলীয়করণ ও অনিয়ম কেবল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ নয়– ঢাকা, চট্টগ্রাম, শাহজালাল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে বিএনপি-জামায়াত নজিরবিহীন দলীয়করণ সম্পন্ন করেছে। এসব কাজে বাধা এলে বিএনপি-জামায়াত বা তাদের অঙ্গ সংগঠনের ক্যাডাররা সন্ত্রাসেরও আশ্রয় নিয়েছে।

দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যরা কোন ধরনের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে। পত্রপত্রিকায় এসব অনাচারের খবর প্রকাশিত হওয়ার পরও সরকারের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বরং সরকারের কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিএনপি-জামায়াতিকরণে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনও বিএনপি-জামায়াতি ধারা অব্যাহত আছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। দেশের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও পদের মোহে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক দলের কতটা ক্রীড়নক হতে পারেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিবেকবর্জিত উপাচার্যরা। এরা স্বপদে বহাল থাকলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুষ্টচক্র অপূরণীয় ক্ষতি করতে থাকবে।

দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যরা এতটাই বেপরোয়া ছিলেন যে, বিএনপি-জামায়াত সরকারের কর্মকর্তা ছাড়া আর কাউকে পাত্তা দিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সব নির্দেশ অবহেলা করে সরকার প্রধান অথবা শিক্ষামন্ত্রীর আদেশ-নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন। বিএনপি-জামায়াতের ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও তাদের নেতাকর্মীদের অবাধ প্রশ্রয়ের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলেও বিএনপি-জামায়াতের এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করে চলতেন। এখন সময় এসেছে এদের অতীত ক্রিয়াকর্মের মূল্যায়ন করে দলীয় উপাচার্যদের অপসারিত করা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করে এদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যবস্থা নেয়া। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চাই নির্দলীয় ও সবার শ্রদ্ধাভাজন উপাচার্য। তাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসতে পারে।